Job in Korea

কোরিয়ায় চাকুরি প্রার্থীদের করণীয়

বোয়েসেল এর মাধ্যমে চাকুরি নিয়ে কোরিয়া যাবার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। তবে চাকুরি প্রত্যাশিদের কোরিয়া চাকুরির বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা খুব প্রয়োজন বিধায় কেরিয়ায় চাকুরি প্রার্থীগণকে নিম্নের বিষয়গুলি ভালভাবে জেনে বুঝে কোরিয়ায় চাকুরির প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য অনুরোধ করা হলঃ

দক্ষিণ কোরিয়া Employment Permit System (EPS) এর আওতায় একই নিয়ম ও পদ্ধতিতে বাংলাদেশসহ মোট ১৫টি দেশ হতে বিদেশী কর্মী নেয়। দেশগুলি হচ্ছে Bangladesh, Cambodia, Indonesia, Kyrgyzstan, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippine, Sri Lanka, Thailand, Timor-Leste, Uzbekistan, Vietnam এবং China। EPS এর আওতায় বাংলাদেশ হতে কর্মী নিয়োগের লক্ষ্যে ২০০৭ সনে দুই সরকারের মধ্যে একটি Memorandum of Understanding (MoU) স্বাক্ষরিত হয়। MoU এর শর্তানুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে বোয়েসেল এবং দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের পক্ষে Human Resources Development, Korea (HRD-Korea) কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিচালনা করে। ফলে বোয়েসেল ব্যতীত অন্য কোন কোম্পানি/এজেন্সি/ব্যক্তি কোরিয়ায় কর্মী নিয়োগ করতে পারে না। বোয়েসেল ন্যূনতম অভিবাসন ব্যয়ে একটি নিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ২০০৮ সাল হতে দক্ষিণ কোরিয়ায় কর্মী প্রেরণ করছে।

EPS এর মূল উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ

- স্বল্প খরচে কোরিয়া যাওয়া নিশ্চিত করা;
- কর্মীদের কোরিয়ায় অবৈধ হওয়া প্রতিরোধ করা;
- অভিবাসন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এবং
- EPS পদ্ধতিতে গমনকৃত বিদেশীকর্মীদের স্থানীয় কর্মীদের সমমর্যাদা প্রদান করা।

দক্ষিণ কোরিয়ায় চাকুরির যোগ্যতা ঃ

কোরিয়ায় চাকুরি প্রার্থীকে অবশ্যই কোরিয় ভাষা পড়া, লেখা ও বুঝার পারদর্শিতা থাকতে হবে। উক্ত পরাদর্শিতা প্রমাণের জন্য প্রার্থীকে কোরিয়ান ভাষা পরীক্ষা পাশ করতে হবে। নিম্নবর্ণিত যোগ্যতাসম্পন্ন যে কোন বাংলাদেশী কোরিয় ভাষা পরীক্ষার প্রস্তুতের জন্য রেজিস্ট্রেশন করতে পারেঃ

- মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট থাকতে হবে;
- যারা কোন অপারাধে কখনো সাজা প্রাপ্ত হয়নি;
- যাদেরকে কোরিয়া থেকে ফেরত পাঠানো হয়নি বা কোরিয়া থেকে প্রস্থানের নির্দেশ দেওয়া হয়নি এবং কোরিয়ায় অবৈধভাবে ছিলেন না;
- যাদের বিদেশে যাবার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের কোন নিষেধাজ্ঞা নেই;
- যাদের কোরিয় ভাষা পড়া, লেখা ও বুঝার পারদর্শিতা আছে;
- Medically fit এবং
- রেজিস্ট্রেশনের জন্য অবশ্যই মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট থাকতে হবে।

দক্ষিণ কোরিয়া সরকার ও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্বাক্ষরিত MoU এর শর্তানুযায়ী নিম্নবর্ণিত কারণে একজন প্রার্থীর নাম HRD Korea এর জব রোস্টার হতে ডিলিট হয়ঃ

- তাঁর বয়স ৪০ বছর অতিক্রম করলে;
- তাঁর EPS-KLT (যা বর্তমানে EPS-TOPIK CBT নামে পরিচিত) পরীক্ষার পাশের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে (EPS-KLT এর মেয়াদ ২ বছর);
- যে কোন পর্যায়ে সে কোরিয়ায় অবৈধ ছিল মর্মে প্রমাণ পাওয়া গেলে;
- পাসপোর্টে ছবি ও তথ্য পরিবর্তন বা বিকৃতি করার প্রমাণ পাওয়া গেলে;
- ভুঁয়া/জাল জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া গেলে;
- যে কোন প্রার্থীর HRD Korea এর জব রোস্টারের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে (রোস্টারের মেয়াদ ১ বছর) এবং
- কোন প্রার্থীর রোস্টারে ডাবল এন্ট্রি থাকলে (১টি বহাল রেখে অপরটি ডিলিট করা হয়)।

দক্ষিণ কোরিয়া গমনের পদ্ধতি ঃ

দক্ষিণ কোরিয়াগামীদের অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন ও ভাষা পরীক্ষা হতে শুরু করে দক্ষিণ কোরিয়া গমন পর্যন্ত ধাপ ভিত্তিক বিস্তারিত তথ্য নিম্নরূপঃ

১. প্রথমে কোরিয়া ভাষা পরীক্ষার জন্য অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করতে হয়। বোয়েসেল কোরিয়া গমন ইচ্ছুক সকলের জ্ঞাতার্থে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশনের ও পরীক্ষার সময়সূচি বিজ্ঞাপন আকারে বোয়েসেল এর ওয়েবসাইট এবং এক বা একাধিক জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করে।

২. আগ্রহী প্রার্থীগণ নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে ডিজিটাল পাসপোর্টের (MRP) তথ্যের ভিত্তিতে অনলাইনে প্রাথমিক রেজিস্ট্রেশন করতে হয়। কোরিয়ার প্রতিনিধি কর্তৃক প্রকাশ্যে অনলাইন লটারির মাধ্যমে চূড়ান্ত রেজিস্ট্রেশনের জন্য নির্ধারিত সংখ্যাক প্রার্থী বাছাই করা হয়। বোয়েসেল লটারিতে নির্বাচিত প্রার্থীগণের নিকট হতে নির্ধারিত ২০০০ টাকার পে-অর্ডার রিসিভ করে চূড়ান্ত রেজিস্ট্রেশনের জন্য সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ও তথ্য এইচ.আর.ডি কোরিয়ার ডাটাবেইজ সার্ভারে আপলোড করে।

৩. রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হলে এইচ.আর.ডি কোরিয়া কর্তৃক কোরিয়া ভাষা পরীক্ষার শিডিউল ঘোষণা করা হয় যা বোয়েসেলের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়। HRD-Korea কর্তৃক অনলাইনে কোরিয়া ভাষা পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় এবং উত্তীর্ণ প্রার্থীদের তালিকা বোয়েসেলে প্রেরণ করা হয়। বোয়েসেল কোরিয়া ভাষা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের MoU এর শর্তানুযায়ী নির্দিষ্ট মেডিকেল সেন্টারে মেডিকেল সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করে। মেডিকেল এর ফি ২৪৫০/- টাকা।

৪. মেডিকেলে ফিট প্রার্থীগণ মেডিকেল কার্ডসহ এইচ.আর.ডি কোরিয়া কর্তৃক নির্ধারিত জব এপ্লিকেশন ফরম এ প্রার্থীর বেতন, পছন্দের চাকুরিক্রম পূরণ করে পাসপোর্ট এর কালার কপি, পুলিশ ক্লিয়ারেন্স ও অন্যান্য ডকুমেন্ট বোয়েসেলে জমা করে।

৫. বোয়েসেল মেডিকেলে ফিট ও জব এপ্লিকেশন রিসিভকৃত প্রার্থীদের এইচ.আর.ডি কোরিয়ার নির্ধারিত সফটওয়্যার Sending Public Agency System (SPAS) এর মাধ্যমে রোস্টারের জন্য ডাটা আপলোড করে। এইচ.আর.ডি কোরিয়া বোয়েসেল কর্তৃক প্রেরণকৃত ডাটার তথ্য যাচাই করে কোটা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে প্রার্থীদেরকে রোস্টারভুক্ত করে।

৬. জব রোস্টার হতে কে কোন কোম্পানি কর্তৃক জব অফার পাবেন তা সম্পূর্ণভাবে কোরিয়ান কোম্পানির মালিকের পছন্দের উপরে নির্ভর করে। বোয়েসেল বা এইচ.আর.ডি কোরিয়া এমনিক বাংলাদেশ বা কোরিয়ান সরকারও তা নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাবিত করতে পারে না। ফলে রোস্টারভুক্ত সকল কর্মী কোরিয়ায় চাকুরি পাবেন তার কোন নিশ্চয়তা নেই। যিনি কোরিয়ান কোম্পানি কর্তৃক জব অফার পাবেন শুধু তিনিই কোরিয়া যেতে পারবেন।

৭. জব অফার প্রাপ্ত প্রার্থীগণের নামে এইচ.আর.ডি কোরিয়া Labour Contact (LC) ইস্যু করেন। বোয়েসেল LC ইস্যুকৃত সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদেরকে অবহিত করে এবং প্রার্থীগণ LC গ্রহণ করলে তা কোরিয়াকে জানানো হয়। LC স্বাক্ষরকারী প্রার্থীগণ বোয়েসেল এর নির্ধারিত সার্ভিস চার্জ ১৮৪০০/- (১৫% ভ্যাটসহ) ভিসা ফি, কল্যাণ ফি ও বর্হিগমন ট্যাক্সসহ ৭,৬৮০/- এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল ফি ১১৪৫/- টাকার তিনিটি পে-অর্ডার বোয়েসেলে জমা প্রদান করে। উক্ত প্রার্থীগণ নির্ধারিত প্রিলিমিনারি ট্রেনিং সম্পন্ন করে ট্রেনিং সার্টিফিকেটসহ বোয়েসেল অফিসে এসে ভিসা ফরম পূরণ করে ভিসা রিলেটেড ডকুমেন্ট জমা করে। জব অফার প্রাপ্ত প্রার্থীগণের নামে কোরিয়া হতে CCVI (Confirmation Certificate of Visa Issuance) এলে বোয়েসেল ভিসার জন্য তাঁদের পাসপোর্ট কোরিয়া এম্বাসিতে জমা প্রদান করে এবং ভিসা হয়।

৮. ভিসা প্রাপ্ত প্রার্থীদের জন্য এইচ.আর.ডি কোরিয়া হতে প্রায় প্রতি সপ্তাহে এন্ট্রি/ফ্লাইট এর তালিকা পাওয়া যায়। তৎপ্রেক্ষিতে ফ্লাইটের জন্য নির্দিষ্ট এয়ারলাইন্সে টিকেটের জন্য বুকিং দেওয়া হয় এবং উক্ত প্রার্থীদের জ্ঞাতার্থে ফ্লাইটের তারিখ, টিকেটের টাকা জমা, বোয়েসেল কর্তৃক ব্রিফিং ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার জন্য বোয়েসেল এর ওয়েবসাইট ও মোবাইলে প্রার্থীকে জানানো হয়। প্রার্থীগণ নিজেরা এয়ার লাইন্সের অফিসে গিয়ে টিকেটের টাকা ৪৮,০০০/- (পরিবর্তনশীল) জমা করে। বোয়েসেল প্রাথীদের ফ্লাইটের সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদেরকে পাসপোর্ট ও টিকেট প্রদান করে এবং প্রাথীগণ নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ে কোরিয়ায় গমন করে।

৯. বোয়েসেল কর্তৃক কোরিয়া গমনরত প্রার্থীগণকে এইচ.আর.ডি কোরিয়া ও কোরিয়াস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস এবং কোরিয়াস্থ নিয়োগকারী কোম্পানি এর প্রতিনিধিগণ এয়ারপোর্ট থেকে রিসিভ করে ট্রেনিং ও মেডিকেলের উদ্দেশ্যে KBIZ Training Center নিয়ে যায়। ট্রেনিং শেষে তারা চাকুরিতে যোগদান করে।

১০. কোরিয়া চাকুরিতে যোগদানের পর প্রাথমিকভাবে ৪ বৎসর ১০ মাস চাকুরি করতে পারবে এবং বৈধভাবে উক্ত চাকুরি সম্পন্ন করলে পুনরায় কোরিয়া যাওয়ার সুযোগ আছে রি-এন্ট্রি পদ্ধতিতে।

১১. প্রার্থীগণ **EPS** এর ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে যে কোন সময় তাঁর চাকরি সংক্রান্ত তথ্য নিজেই জানতে পারে।

■ স্কিল টেস্ট (Skill Test) ঃ

এইচ.আর.ডি কোরিয়া ২০১২ সাল হতে কম্পিউটার বেইজড টেস্ট (সিবিটি) এর মাধ্যমে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের স্কিল টেস্ট চালু করেছে। এইচ.আর.ডি কোরিয়া ২০১২ সাল হতে অদ্যাবধি ০৪ টি স্কিল টেস্ট গ্রহণ করেছে। স্কিল টেস্ট এ কোন পাশ নম্বর নেই। মূলত প্রার্থীদের শারিরীক ফিটনেস, স্মার্টনেস, বুদ্ধিমত্তা ও ভাষা দক্ষতা যাচাই করা হয়ে থাকে। বর্ণিত যাচাইকালে যে যে প্রার্থীর গ্রেড ভাল কোরিয়ান কোম্পানি কর্তৃক লেবার কন্ট্রাক্ট ইস্যুর সময় তাদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়ে থাকে।

■ কোরিয়া পুনঃচাকুরি (রি-এন্ট্রি)ঃ

দক্ষিণ কোরিয়া সরকার ২০১২ সাল হতে এমপ্লয়ার ও শ্রমিকদের স্বার্থে ইপিএস এর মাধ্যমে রি-এন্ট্রি সিস্টেম চালু করেছেন। ফলে কোরিয়ায় চাকুরিরত কর্মীরা দ্বিতীয়বারের জন্য পুনরায় কোরিয়া চাকুরি নিয়ে যেতে পারে। রি-এন্ট্রির মূল উদ্দেশ্য হল এমপ্লয়ার যাতে পুনঃরায় দক্ষ কর্মী নিয়োগ দিতে পারে এবং কর্মীর যাতে কোরিয়ায় অবৈধ না হতে পারে। এতে কোরিয়া সরকার ও সেন্ডিং এজেন্সিসহ সকল কর্মী উপকৃত হবে। ইপিএস এর রি-এন্ট্রি হিসেবে নিম্নবর্ণিত দুই ভাবে হতে পারেঃ

- **কমিটেড ওয়ার্কারঃ** যারা কোরিয়া বৈধভাবে ৪ বৎসর ১০ মাস চাকুরি সম্পন্ন করেছে এবং সর্বশেষ কোম্পানি পুনঃরায় ঐ কর্মীকে

চাকুরিতে রাখতে ইচ্ছুক এবং লেবার কন্ট্রাক্ট প্রদান করবে তারই কমিটেড ওর্য়াকার হিসেবে বিবেচিত হয় এবং দেশে এসে তিন মাস পর কোরিয়ায় পুনঃরায় গমন করতে পারবে। উক্ত পদ্ধতিতে ১১ মার্চ ২০১৪ পর্যন্ত ৩৬৪ জন প্রার্থী কোরিয়া গমন করেছেন।

- **স্পেশাল সিবিটিঃ** যারা কোরিয়া বৈধভাবে ৪ বৎসর ১০ মাস সার্ভিস সম্পন্ন করেছেন কিন্তু তিনি কোন লেবার কন্ট্রাক্ট পাননি এবং সর্বশেষ কোম্পানি ন্যূনতম ০১ (এক) বৎসর কাজ সম্পন্ন করে দেশে আসেন শুধু তারাই স্পেশাল সিবিটি যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে এবং দেশে এসে বিনা লটারিতে রেজিস্ট্রেশন করে সিবিটিতে পাশ করে জব রোস্টারে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে। উক্ত পদ্ধতিতে ১১ মার্চ ২০১৪ পর্যন্ত ৩৭৭ জন প্রার্থী কোরিয়া গমন করেছেন।

বোয়েসেল হতে দক্ষিণ কোরিয়া কর্মী গমনের তথ্য ঃ

Korean Language Test (KLT) এর মাধ্যমে ২০০৮ সালে নির্বাচিত ৭৯৩৫ জন, Computer Based Test (CBT) এর মাধ্যমে ২০১০ সালে নির্বাচিত ১০১২ জন, ২০১১ সালে নির্বাচিত ১৪৭ জন ও ২০১২ সালে নির্বাচিত ৩৬৮২ জন এবং ২০১৩ সালে নির্বাচিত ২৩৪৭ সর্বমোট ১৫,৫১৯ জন যোগ্য প্রার্থীর ডাটা HRD Korea এর ডাটাবেইজ সার্ভারে রোস্টারভুক্তির জন্য বোয়েসেল কর্তৃক প্রেরণ করা হয়। উক্ত প্রার্থীদের মধ্যে হতে ১১ মার্চ ২০১৪ পর্যন্ত ১০,৮৮০ জন প্রার্থীর জব অফার পাওয়া গেছে এবং ১০০৭৬ জন প্রার্থী দক্ষিণ কোরিয়া গমন করেছে। অবশিষ্ট প্রার্থীগণের কোরিয়ায় গমন প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে।

উপসংহার ঃ

দক্ষিণ কোরিয়াগামীদের অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন ও ভাষা পরীক্ষা হতে শুরু করে দক্ষিণ কোরিয়া গমন পর্যন্ত প্রত্যেকটি কার্যক্রম অত্যন্ত স্বচ্ছতার সঙ্গে কম্পিউটারাইজড অটোমেটেড পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। ফলে এ পদ্ধতিতে কোন ব্যক্তি বা বোয়েসেল কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ করার কোন সুযোগ নেই। এখানে উল্লেখ্য যে, কোরিয়ায় চাকুরির জন্য রোস্টারভুক্ত হওয়াই কোরিয়ায় চাকুরির নিশ্চয়তা বহন করে না। কারণ বোয়েসেল বা HRD-Korea কোন প্রার্থীকে চাকুরি প্রদান করে না, চাকুরি পাবার জন্য প্রার্থী এবং চাকুরি দাতার মধ্যে সংযোগ স্থাপনে করে দেয় মাত্র। কোরিয়ায় চাকরি দাতা হচ্ছে সেখানকার ছোট ছোট বেসরকারি কোম্পানি। কোন কোম্পানি কোন প্রার্থীকে জব অফার প্রদান করলেই কেবল তিনি কোরিয়া যেতে পারবেন। কোরিয়া ভাষা পরীক্ষার সার্টিফিকেটের মেয়াদ ২ (দুই) বৎসর এবং যে কোন প্রার্থীর রোস্টারের মেয়াদ ১ (এক) বৎসর। ফলে এ মেয়াদ কালের মধ্যে কোন চাকুরিদাতা কোম্পানি কোন প্রাথীকে জব অফার না দিলে তাঁর কোরিয়া যাবার সুযোগ নেই। তিনি রোস্টার হতে ডিলিট হয়ে যাবেন। তবে তাঁর বয়স ৩৯ বৎসরের মধ্যে তিনি পুনরায় অলাইন রেজিস্ট্রেশন করে আবার রোস্টারভুক্ত হতে পারেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক।